তৃতীয় অধ্যায়   জ্ঞানের স্বরূপ

1. বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তগুলি আলোচনা কর। (5)
(Propositional Knowledge) (Sufficient Conditions)

উঃ বাচনিক জ্ঞানের শর্তগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, একটি আবশ্যিক শর্ত (Necessary Condition), অপরটি পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient Condition)।

বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক (Necessary) শর্ত : একজন ব্যক্তি কোন একটি বচনকে জানে তখনই বলা যাবে :

1. জ্ঞাত বচনটি সত্য হবে;
2. ঐ ব্যক্তিটি বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস করবে;
3. বচনটির সত্যতায় বিশ্বাসের পক্ষে ব্যক্তিটির উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ থাকবে।

আকারিক আকারে : ধরা যাক A হল একজন ব্যক্তি এবং p হল একটি বচন, তাহলে নিম্নের তিনটি শর্ত পূরণ হলে বলা যাবে যে A ব্যক্তি জানে যে p :

1. p সত্য হবে;
2. A বিশ্বাস করে যে p সত্য;
3. p যে সত্য তার সমর্থনে A-এর উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ আছে।

এই তিনটি শর্তের প্রত্যেকটি বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত, কারণ এদের কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে বাচনিক জ্ঞান হবে না, কিন্তু শর্ত তিনটির কোন একটি বা দুটি জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত নয়, তিনটি শর্ত একত্রে বাচনিক জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত অথবা বলা যায় যে বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত।

2. 'জানা' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ কি কি?

উঃ জ্ঞানতত্ত্বের একটি মৌলিক প্রশ্ন হল — জ্ঞান কি? বা জ্ঞানের স্বরূপ কি? জ্ঞানের স্বরূপ 'জানা' প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করে বোঝা যেতে পারে। 'জানা' প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করতে হলে প্রত্যয়টির বিভিন্ন প্রয়োগ উল্লেখ করতে হয়। 'জানা' এই ক্রিয়াবাচক পদটির বিভিন্ন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, বিশ্লেষণী

দার্শনিক জন হসপার্স 'জানা' শব্দটির তিনটি মুখ্য ব্যবহার বা অর্থ উল্লেখ করেছেন : পরিচয়, কর্মকুশলতা ও বাচনিক অর্থে,

'জানা' এই ক্রিয়াপদটি পরিচিতি (acquaintance) অর্থে ব্যবহৃত হয়, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমরা বলি ঐ ব্যক্তিটিকে জানি, 'পরিচয়' শব্দটিকে কখনও সংকীর্ণ অর্থে আবার কখনও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়, সংকীর্ণ অর্থে পরিচয় বলতে সাক্ষাৎ পরিচয়কে বোঝায়, এই অর্থে বলা হয় 'আমি রামকে জানি', 'আমি শ্যামটিকে চিনি', এই অর্থে কোন ব্যক্তি বলবে না যে তার সঙ্গে জুলিয়াস সিজারের পরিচয় আছে।

পরিচিতি শব্দটিকে কখনও কখনও বিস্তৃত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়, এই অর্থে 'আমি রবীন্দ্রনাথকে জানি', রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটতে পারে না, তবু আমি জানি যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলেই আমি তাঁর সম্বন্ধে একথা বলতে পারি।

'জানা' শব্দটিকে কখনও কখনও কর্মকুশলতা (Knowing how) অর্থে ব্যবহার করা হয়, এই অর্থে আমরা বলি, 'তুমি কি সাঁতার কাটতে জান?', 'তুমি কি ঘোড়ায় চড়তে জান?' ইত্যাদি, এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হল, তোমার সাঁতার কাটার সামর্থ্য (ability) আছে কিনা, বা তোমার ঘোড়ায় চড়ার কৌশল জানা আছে কিনা, উত্তরদাতা এই সামর্থ্যের অধিকারী কিনা তা তার সাঁতার কাটা বা ঘোড়ায় চড়ার মাধ্যমে প্রকাশ হয়,

'জানা' শব্দটিকে প্রায়ই বাচনিক জ্ঞান অর্থে (propositional sense) ব্যবহার করা হয়, এই ক্ষেত্রে জানার বিষয় হল কোন বচন (proposition) বা কোন ব্যাপার (facts)।

এই অর্থে আমরা বলি যে —

'আমি জানি যে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির রচয়িতা',
'আমি জানি যে রাষ্ট্র হল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী',

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 'আমি জানি যে' এই বাক্যাংশের পরের অংশটি কোন বচন বা কোন তথ্য, এক্ষেত্রে আমি ওই তথ্য বা বচনগুলিকে জানি, এই ক্ষেত্রে 'জানা' শব্দটিকে বাচনিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। Gilbert Ryle তাঁর 'The Concept of Mind' গ্রন্থে 'জানা' বিষয়ক তিনটি অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

3. বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উঃমাঃ ২০০৭]

উঃ বিশ্লেষক বচন :- যে বচনের বিধেয় পদ প্রচ্ছন্নভাবে উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে, তাকে বিশ্লেষক বাক্য বলে। যেমন - 'সকল কালো বিড়াল হয় কালো', বচনটির সাধারণ আকার হল: সকল AB হয় A, এই বচনাকারের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক পুনরাবৃত্তি, এই বাক্যের অস্বীকৃতিমূলক বচনটি স্ববিরোধী।

সংশ্লেষক বচন :- যে বচনের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে নতুন খবর দেয়, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, তাকে সংশ্লেষক বচন বলে। যেমন - 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'।

4. পূর্বতঃসিদ্ধ বচন কাকে বলে? [উঃমাঃ ২০০৭]

উঃ- 'যে বচনের সত্যমূল্য (Truth Value) নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না, তাকে পূর্বতঃসিদ্ধ বচন বলে। এই বচন সুনিশ্চিতভাবে সত্য হয়, যেমন - 'সব ঘটনার কারণ আছে', 'আমার মামা একজন পুরুষ'।

** Suggested Reading: পাশ্চাত্য দর্শন - সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
পাশ্চাত্য দর্শন সমীক্ষা - স্বপ্না সরকার।

Scanned with CamScanner

6. জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে স্পিনোজার অভিমত :-

কেবল বুদ্ধিই যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে :- স্পিনোজা একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। ডেকার্টের মতো তিনিও মনে করেন যে সহজাত ধারণা যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র উৎস, সহজাত ধারণার উৎস হল বুদ্ধি। সুতরাং যথার্থ বা সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস হল বুদ্ধি। স্পিনোজার মতে জ্ঞান তিন প্রকার। যথা - অসম্পূর্ণ বা অযথার্থ জ্ঞান, সম্পূর্ণ বা যৌক্তিক জ্ঞান এবং স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান। প্রথমটির উৎস কল্পনা, এমনকি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির উৎসও কল্পনা। সম্পূর্ণ বা যৌক্তিক জ্ঞানের উৎস বুদ্ধি। যৌক্তিক জ্ঞান হল যুক্তিযুক্তভাবে সম্পর্কযুক্ত সুস্পষ্ট ধারণার জ্ঞান। স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের উৎস হল স্বজ্ঞা। এটি এক প্রকার সাক্ষাৎ অনুভব।

ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য :- স্পিনোজা ডেকার্টের অনুগামী হলেও দ্রব্যের অভিমতের পার্থক্য আছে। ডেকার্ট তিন প্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন, কিন্তু স্পিনোজা একটিমাত্র দ্রব্য স্বীকার করেন। এই দ্রব্য হল ঈশ্বর। ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, স্বনির্ভর, স্বতন্ত্র। ঈশ্বর = দ্রব্য = প্রকৃতি। জড় ও মন স্বনির্ভর দ্রব্য নয়। এই দুটি ঈশ্বর বা দ্রব্যের গুণ। তিনি দ্রব্য (Substance), গুণ (Attribute) ও প্রত্যংশ/বিকার (Modes) — এই তিনটিকে সহজাত ধারণা বলেছেন। এই তিনটি সহজাত ধারণা থেকে তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতিতে জীব ও জগতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাহ্যিক জগতের জ্ঞানের উৎস হল কল্পনা :- স্পিনোজা সর্বেশ্বরবাদী। ঈশ্বরই সব কিছু। ঈশ্বর বা প্রকৃতি বা দ্রব্য একমাত্র শুদ্ধ সত্তা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অবভাস। জগৎ বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কল্পনা। জগৎ বিষয়ক জ্ঞানকে যথার্থ বললে অদ্বৈতবাদ ক্ষুণ্ণ হয়, তাই অদ্বৈতবাদী স্পিনোজা জগৎকে অবভাস বলেন এবং জগৎ বিষয়ক জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান বলেন। অদ্বৈতবাদ অনুসারে ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য, এই জন্য জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে

বুদ্ধিকে তিনি একমাত্র উৎস বলেছেন।

সমালোচনা ঃ- বাহ্যিক জগৎ অবভাস বা বাহ্যিক জগতের জ্ঞানকে অযথার্থ বলা যায় না, বুদ্ধি এককভাবে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হতে পারে না, বুদ্ধি অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত না হলে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। স্পিনোজার মতবাদ মূলগতভাবে অদ্বৈতবাদ। ঈশ্বর থেকে জগৎকে কীভাবে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যুক্তিযুক্তভাবে নিঃসৃত করা যায়, তা তিনি দেখাতে পারেননি।

***প্র. অভিজ্ঞতাবাদ বা দৃষ্টবাদ কাকে বলে? এই মতবাদের মূল বক্তব্য কি? এই মতবাদ কি সন্তোষজনক? [illegible]

অথবা,

'ইন্দ্রিয়ানুভব জ্ঞানের একমাত্র উৎস' — এই অভিমতটি সবিচার আলোচনা কর।

অথবা,

জ্ঞানোৎপত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের মূল বক্তব্য আলোচনা কর, এই মতবাদের মূল্যায়ন কর। (2010)

উঃ- দৃষ্টবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয়ানুভব জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস, এবং জ্ঞানের সীমা প্রত্যক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বুদ্ধিবাদ অনুসারে যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, এই মতবাদের বিরোধিতা করে দৃষ্টবাদীরা বলেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভবকে বাদ দিয়ে বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

দৃষ্টবাদ দু প্রকার ঃ- দৃষ্টবাদ দু প্রকার — চরমপন্থী দৃষ্টবাদ এবং নরমপন্থী দৃষ্টবাদ। যুক্তিবিজ্ঞানী মিল চরমপন্থী দৃষ্টবাদের প্রধান প্রবক্তা, নরমপন্থী দৃষ্টবাদের প্রধান প্রবক্তা হিউম। চরমপন্থী দৃষ্টবাদীদের মতে, যে কোন জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ। কিন্তু নরমপন্থী দৃষ্টবাদীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না, তবে

তাঁরা বলেন, পূর্বে পাওয়া গেছে এমন জ্ঞানের বিন্যাসের ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, অপ্রধানিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান প্রবর্তক হলেন লক, বার্কলে, হিউম — এঁরা ব্রিটিশ দার্শনিক, এই তিন দার্শনিকের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে তারা একমত যে, ইন্দ্রিয়ানুভবকে বাদ দিয়ে বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, অভিজ্ঞতাবাদের পরিপূর্ণ রূপটি আলোচনা করতে হলে বিভিন্ন তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদের বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

জ্ঞানতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাবাদের আলোচনা :—

বুদ্ধিবাদী দেকার্ত বলেন, দেশ, কাল, অসীমতা, নিত্যতা, ঈশ্বর প্রভৃতি ধারণাগুলি সহজাত (innate), অবরোহ পদ্ধতিতে সহজাত ধারণা থেকে আমরা সুনিশ্চিত জ্ঞান পাই, এই মতবাদের বিরোধিতা করে অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা জ্ঞানের একমাত্র উৎস, লকের মতে, মনে এমন কিছু নেই যা পূর্বে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না, মনে কোন সহজাত ধারণা নেই, জন্মের সময়ে মানুষের মন অলিখিত কাগজের মতো থাকে (Tabula Rasa), সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা সব ধারণা পেয়ে থাকি, বিভিন্ন ধারণাগুলির মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করে জ্ঞানলাভ করি, অনুরূপভাবে, হিউম বলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস, প্রত্যক্ষের দুটি রূপ — ইন্দ্রিয়জ (Impression) এবং ধারণা (Idea), ইন্দ্রিয় ধারণা ইন্দ্রিয়জ ধারণার প্রত্যেকটি ধারণা প্রতিরূপ ইন্দ্রিয়জ আছে, ইন্দ্রিয়জ ও ধারণার সাহায্যে আমরা জ্ঞানলাভ করি, বার্কলে জ্ঞানতত্ত্বে অভিজ্ঞতাবাদ অনুসরণ করেন, তিনি মনে করেন, বস্তুর জ্ঞান ও

বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর (Esse-est-percipi), চরমপন্থী অনুভববাদী মিলের মতে, শুধু বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর নির্ভরশীল তা নয়, অমূর্ত সাধারণ সত্য, যৌক্তিক সত্য - এগুলি স্বতঃসিদ্ধ নয়, এগুলি অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ফল, এমনকি 2+2=4, এরূপ গাণিতিক বচনগুলিও আরোহ পদ্ধতিলব্ধ সিদ্ধান্ত, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতে, অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান আরোহলব্ধ সিদ্ধান্ত নয়, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক, আপাতিক বাক্যমাত্রই সংশ্লেষক, প্রথমটির সত্যমূল্য ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া জানা সম্ভব, দ্বিতীয়টির সত্যতা নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কীয় বাক্যগুলি সংশ্লেষক, বিশ্লেষক বাক্যে ধারণার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, এই মতবাদ অনুসারে জ্ঞানের পদ্ধতি হবে আরোহ পদ্ধতি, এই পদ্ধতি বিজ্ঞান অনুসরণ করে,

অধিবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞবাদের আলোচনা :-

অতীন্দ্রিয় পদার্থের বিজ্ঞানকে অধিবিদ্যা বলা হয় না অভিজ্ঞবাদীরা বলেন, অধিবিদ্যার বাক্যগুলি অর্থহীন, অর্থপূর্ণ বাক্যমাত্রই সংশ্লেষক বা বিশ্লেষক হবে, সংশ্লেষক বাক্য ইন্দ্রিয়ানুভবে যাচাইযোগ্য, কিন্তু ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, আত্মা অবিনশ্বর প্রভৃতি অধিবিদ্যার বাক্যগুলিকে ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না, আবার এই জাতীয় বাক্যকে অধিবিদ্যার সমর্থকগণ বিশ্লেষক বলতেও অনিচ্ছুক, তাই জাতীয় বাক্য অর্থহীন,

অভিজ্ঞবাদের মূল্যায়ন :- সব ধারণার উৎস ইন্দ্রিয়ানুভব নয়, এমন অনেক ধারণা আছে যা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না, যেমন- অতি বেগুনী রশ্মির ধারণা, ধারণা থেকে জ্ঞানের সৃষ্টি, এই কারণে সব জ্ঞান ইন্দ্রিয় নির্ভর হতে পারে না, অধিবিদ্যার বাক্যগুলি অর্থহীন, (*) 153 নং পাতায়

Scanned with CamScanner

11৬.

হিউমের নরমপন্থী দৃষ্টিবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ আলোচনা কর,

উঃ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী বা দৃষ্টিবাদী দার্শনিক হিসাবে লক, বার্কলে ও হিউমের নাম উল্লেখ করা হয়, বেকনকে অনুসরণ করে উত্তরসূরি লক অভিজ্ঞতাবাদের একটি সুসংহত রূপদান করেছেন, লক ও বার্কলের দৃষ্টিবাদকে হিউম চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেলেন, যদিও হিউম দৃষ্টিবাদের চরম যৌক্তিক পরিণতি কী হতে পারে তা দেখিয়েছেন, তবুও তাঁর অভিমত ত্রুটি অসংগতিপূর্ণ, এই অসংগতির জন্য হিউমকে নরমপন্থী দৃষ্টিবাদী বলা হয়,

ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম একজন দৃষ্টিবাদী : কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়ানুভবকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলেছেন, কিন্তু তিনি উদারপন্থী দৃষ্টিবাদী, কারণ, তিনি বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান (truths of reason) স্বীকার করেছেন এবং এই জ্ঞানকে তথ্যভিত্তিক জ্ঞান (truths of facts) থেকে ভিন্ন বলেছেন, একজন কঠোরপন্থী দৃষ্টিবাদী বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানকে স্বীকার করতে পারেন না, কারণ, এই জ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ, এই জ্ঞান স্বীকার করলে জ্ঞানের উৎস হিসাবে বুদ্ধিকেও স্বীকার করতে হয়, এইজন্য চরমপন্থী মিল গাণিতিক জ্ঞানকে আরোহলব্ধ সিদ্ধান্ত বা অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ফল বলেছেন, হিউম বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান স্বীকার করেছেন বলে ওয়ালশ হিউমকে একজন নরমপন্থী দৃষ্টিবাদী বলে উল্লেখ করেছেন, এই ব্যতিক্রমটি উপেক্ষা করলে হিউমের দৃষ্টিবাদকে সর্বাপেক্ষা সংগতিপূর্ণ মতবাদ বলা যায়, 'Treatise' গ্রন্থে লককে অনুসরণ করে হিউম জ্ঞানকে সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, লকের তত্ত্বে সব জ্ঞানই অভিজ্ঞতালব্ধ, হিউম লকের এই অভিমত সমর্থন করেন, তবে তিনি 'অভিজ্ঞতা' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যক্ষণ' (perception) শব্দটি ব্যবহার করেছেন,

Scanned with CamScanner

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র উৎস ঃ- ইন্দ্রিয়জ (impression) ও ধারণা (ideas) প্রত্যয়ের দুটি রূপ। ইন্দ্রিয়জ ধারণার পূর্বগামী। যে বস্তুর ইন্দ্রিয়জ নেই সেই বস্তুর ধারণা গঠন করা যায় না, প্রত্যেকটি জটিল ধারণাকে কতকগুলি সরল ধারণায় বিশ্লেষণ করা যায় এবং প্রত্যেকটি সরল ধারণার অনুরূপ সরল ইন্দ্রিয়জ অবশ্যই থাকবে, জড়বস্তু নেই, তথাকথিত জড়বস্তু হল, কতকগুলি সংবেদনের সমষ্টি, আত্মা নেই তথাকথিত আত্মা হল চিন্তা, অনুভূতি প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক অবস্থার ধারা, অবস্থাগুলি আমাদের মনে অনুষঙ্গ নিয়মের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, এদের সংযুক্ত করার জন্য আত্মার কল্পনা করার প্রয়োজন নেই, ঈশ্বর আছেন কিনা, এটিও সংশয়ের বিষয়, কারণ ঈশ্বরের ধারণার অনুরূপ ইন্দ্রিয়জ আমাদের নেই।

হিউমের মতে বাক্য দুপ্রকার — সংশ্লেষক বাক্য ও বিশ্লেষক বাক্য, বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কীয় বাক্যগুলি সংশ্লেষক, সংশ্লেষক বাক্য আপতিক, বিশ্লেষক বাক্য আবশ্যিক, এই বাক্যে ধারণার সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়।

কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবশ্যিক নয় ঃ- আপাতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কার্য-কারণ সম্বন্ধের উল্লেখ করা হয়, বুদ্ধিবাদীরা কার্য-কারণ সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলেন, অভিজ্ঞতাবাদী হিউম কার্য-কারণ সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলেন না, তিনি বলেন, দুটি ঘটনার মধ্যে কেবল পূর্বাপর সম্বন্ধ আছে, তথাকথিত আবশ্যিক সম্বন্ধের ধারণা মানসিক অভ্যাস থেকে সৃষ্ট, জ্ঞানকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে হিউমের মতবাদের অনিবার্য পরিণতি হল সংশয়বাদ।

সমালোচনা ঃ- ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস

Scanned with CamScanner

নয়, জড় সত্তা অস্বীকার করলে অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না, আত্মা স্বীকার না করলে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, কার্য-কারণ সম্বন্ধকে নিয়ত সংযোগ বললে অনেক সময় সহকার্যকে কারণ বলে ভুল হতে পারে, আবার, সব ধারণার অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ আমরা পাই না, জ্ঞানের জন্য বুদ্ধির ভূমিকাকে উপেক্ষা করা চলে না,

---

বস্তুবাদ (Realism)

(Popular realism)

***1. লৌকিক বস্তুবাদের বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা কর,

অথবা,

সরল বস্তুবাদ কাকে বলে? দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর,
(Naive realism)

উঃ লৌকিক বস্তুবাদ অনুসারে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হল

বস্তুজগৎ: এই বস্তুজগৎ বাস্তব, এই বস্তুজগতে অসংখ্য বস্তু আছে, যেমন - নদনদী, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র, পশুপাখি ইত্যাদি, এগুলির সমষ্টি হল আমাদের বাহ্যিক জগৎ,

আমরা গুণবিশিষ্ট বস্তুকে জানি: বস্তু ও বস্তুর ধর্ম জ্ঞাত হওয়ার উপর নির্ভর করে না, বাহ্যিক বস্তুর বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম আছে, কোন ফল টক, কোন ফল মিষ্টি, কোন পর্বত সুউচ্চ, কোন ফুল লাল, কোন ফুল নীল, ইত্যাদি, সাধারণ লোক বিশ্বাস করে যে, বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, আকৃতি প্রভৃতি গুণাবলি বস্তুর মতোই বাস্তব (objective), গুণগুলি মনের সৃষ্টি নয়, মন-নির্ভরও নয়, এগুলি বস্তুতে প্রকৃতই থাকে বা বস্তুগত, বস্তু ও তার গুণকে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ না করলেও এগুলি বাহ্যিক জগতে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই থাকবে,

বস্তু ও বস্তু-ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা —

Scanned with CamScanner

সরাসরি বস্তু ও তার গুণকে জানি, এই অভিমত রাসেলের (Russell) বা লকের মতের বিপরীত, রাসেল বলেন, ইন্দ্রিয় উপাত্তের (sense data) মাধ্যমে বস্তুকে আমরা পরোক্ষভাবে জানি, অনুরূপভাবে প্রতিরূপী বস্তুবাদী লক বলেন আমরা বস্তুকে তার ধারণার মাধ্যমে জানি, কাজেই উভয় মতবাদে বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ (indirect), কিন্তু লৌকিক বস্তুবাদীরা বলেন, আমরা সাক্ষাৎ অনুভবে বস্তুকে জানি, বস্তুকে জানার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই, জ্ঞানের ক্ষেত্রে একদিকে জ্ঞাতা থাকে, অন্যদিকে থাকে জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হলে জ্ঞান হয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে তৃতীয় কোন পদার্থ, যেমন- উপাত্ত বা ধারণা বা প্রতিরূপের স্থান নেই,

আমাদের ইন্দ্রিয় সরাসরি বস্তুর প্রকৃত রূপকে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত করে : আলোর উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে যে, আলো যেমন বস্তুর ওপর পড়ে বস্তুকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে, আমাদের জ্ঞানও সেইভাবে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বকে যথাযথভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করে, আমরা যখন কোন ফুলকে জানি তখন আমাদের জ্ঞান ওই ফুলকে প্রকাশ করে, জ্ঞানের কাজ হল বিষয়কে প্রকাশ করা, সৃষ্টি করা নয়, আমরা যেভাবে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, বস্তুও সেভাবে বাহ্যিক জগতে থাকে, বা বস্তু যেভাবে বাহ্যিক জগতে থাকে, আমরা সেভাবে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি।

বস্তু ব্যক্তিসাপেক্ষ (private) নয়, এক অর্থে সাধারণ (public):
আমি যেভাবে কোন বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি, অনুরূপ পরিস্থিতিতে অপরেও বস্তুটিকে সেভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের সকলের প্রত্যক্ষ একই রকমের হয়ে থাকে, বাহ্যিক বস্তু, যথা- নদী, পাহাড়, বাড়ি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে যেসব উক্তি

করা হয় সেসব উক্তির সত্যতা ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা যাচাই করা যায়, যদি কেউ বলে, "এটি একটি লাল গোলাপ" — তাহলে প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা এই উক্তির সত্যতা যাচাই করতে পারি।

বস্তুবাদের এই ব্যাখ্যাটিকে সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ বলা হয় : — কারণ এটি কোন দার্শনিক তত্ত্ব নয়, মতটিতে যুক্তি-বিচারের কোন স্থান নেই, সাধারণ লোক সহজ ও সরলভাবে যা বিশ্বাস করে তা এই মতটিতে প্রতিফলিত হয়েছে, সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে যে, বাহ্যিক জগতের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, বস্তু ও তার গুণ আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না, কেউ বস্তু ও তার গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ না করলেও এগুলি বাস্তব জগতে যেমন আছে, ঠিক তেমনি থাকবে, এক কথায়, বস্তু ও তার গুণ তখনও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, আমরা সাক্ষাৎ ভাবে গুণবিশিষ্ট বস্তুকে জানি, লৌকিক বস্তুবাদে এই বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছে,

দ্রব্য সম্পর্কে লাইবনিজের অভিমত বা মনাডতত্ত্ব :-

লাইবনিজ একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ছিলেন, দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতবাদের সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। লাইবনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বটে; কিন্তু তিনি দ্রব্যের স্বনির্ভরশীল বা অন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্বের পরিবর্তে তার স্বনির্ভরশীল বা অন্য নিরপেক্ষ ক্রিয়াশীলতার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্পিনোজার মতে, দ্রব্য এক ও অসীম; কিন্তু যেখানে মাত্র একটিই দ্রব্য, সেখানে ক্রিয়াশীলতার ব্যাখ্যা কি সম্ভবপর? দ্রব্য যদি অসীম হয় তাহলে তার আর বিকাশ সম্ভব নয়, অর্থাৎ তা নিছক নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল সত্তামাত্র হয়ে পড়ে। অথচ জগতে প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল বিকাশের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। সুতরাং দ্রব্য এক ও অসীম বলা যায় না। লাইবনিজ এই যুক্তির উপর নির্ভর করে দ্রব্য অনন্ত সংখ্যক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন (These is an infinite number of substance). তাঁর মতে, ~~জগতের~~ জগৎ অসংখ্য পরম দ্রব্য দ্বারা গঠিত। পরম দ্রব্যসমূহ ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য, স্বনির্ভর ও সক্রিয়, আধ্যাত্মিক ও পরস্পর স্বতন্ত্র, সজীব ও সচেতন পরমাণুবিশেষ। দ্রব্যের আত্মক্রিয়াশীলতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে দ্রব্যসমূহ এক একটি বিশেষ বিশেষ বস্তু, একটি অপরকে বাদ দিয়েই স্বনির্ভরশীল শক্তিরূপে অবস্থান করে। Leibnitz তাঁর 'Monadology' গ্রন্থে বলেন, দ্রব্য জড়াত্মক নয়, কেননা জড়াত্মক বস্তু মাত্রই বিস্তৃতিসম্পন্ন (extended), সুতরাং যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা বিভাজ্য (divisible)। তাই জড় পরমাণু পরম দ্রব্য বলে গণ্য হতে পারে না, অপরদিকে

গাণিতিক বিন্দু (mathematical points) অবিভাজ্য বটে; কিন্তু তা দ্রব্য নয়, কারণ গাণিতিক বিন্দু কল্পনার বস্তু, বাস্তব নয়, সুতরাং একমাত্র সিদ্ধান্ত সম্ভব এই যে, দ্রব্য মানসিক সত্তা বা আত্মাবিশেষ; এইরূপ তত্ত্বের নাম চিৎ পরমাণু বা চেতন পরমাণু বা চিদণু (Monad), এঁর মতে প্রত্যেকটি দ্রব্য অর্থাৎ চিৎ পরমাণু হল স্বনির্ভর, আত্মক্রিয়াশীল শক্তি, লাইবনিজ এর মতে চিৎ পরমাণু হল বিস্তৃতিহীন, অবিনশ্বর ও গবাক্ষহীন (windowless) তত্ত্বমূলক পরম সত্তা। অবিভাজ্য গাণিতিক বিন্দুর মতো প্রত্যেকটি চিৎ পরমাণু বিস্তৃতিহীন (unextended)। চিৎ পরমাণু অবিভাজ্য ও অংশবিহীন মৌলিক সত্তা, যৌগিক পদার্থ নয়; এজন্য তার উৎপত্তিও নেই আবার বিনাশও নেই, তা নিত্য ও অবিনশ্বর। চিৎ পরমাণুগুলি বাহ্যিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; আত্মকেন্দ্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, এজন্য তা গবাক্ষহীন, আপন স্বভাব অনুযায়ী তার নিজের সত্তায় পরিণাম ঘটে, আত্মবিকাশের জন্য তা অন্য বস্তুর ওপর নির্ভর করে না, প্রত্যেক চিৎ পরমাণুগুলি স্বকীয় শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট, প্রত্যেক চিৎ পরমাণু যেহেতু অজড়াত্মক একক, স্বয়ংক্রিয় শক্তি সেহেতু নিজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি থেকেই তার বিনাশ ঘটে, সমগ্র বিশ্ব জগৎই প্রত্যেকটি চিৎ পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত; আপন আপন অভ্যন্তরীণ শক্তি অনুযায়ী চিৎ পরমাণু জাগতিক বিষয়কে আপন আপন সত্তার মধ্যে চিত্রিত করে, কাজেই এক একটি চিৎ পরমাণু যেন জগতের এক একটি ক্ষুদ্র চিত্র বা প্রতিরূপ (Universe in miniature) অর্থাৎ প্রত্যেক চিৎ পরমাণু বস্তুত জগতের সক্রিয় দর্পণ (mirror of the universe), অবশ্য তা জীবন্ত দর্পণ, কারণ তা স্বকীয় শক্তির দ্বারা নিজের মধ্যেই বস্তুর চিত্র উৎপাদন করে থাকে; চিৎ পরমাণুগুলি এক একটি স্বীয় সত্তা ও বটে, কিন্তু তারা পরস্পর অপারিবর্তিত নয় বরং পরস্পর সম্পর্কিত, লাইবনিজের মতে চিৎ পরমাণুগুলি একাধিকে যেমন সরল

একক হিসাবে পারস্পর স্বতন্ত্র এবং একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে পারে না, অপরটিকে আবার একটি অন্যগুলিকে প্রতিবিম্বিত করে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়।

লাইবনিজের মতে জগৎ অসংখ্য চিৎ পরমাণু দ্বারা গঠিত, চিৎ পরমাণুসমূহ আত্মকেন্দ্রিক ও পরস্পর নিরপেক্ষ বলে এগুলি বহির্গত গবাক্ষহীন, অর্থাৎ এগুলি পারস্পারিক প্রভাবমুক্ত, তাদের মধ্যে এমন ঐক্য ও সংগতি বিদ্যমান যে একটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটলে অপর একটির মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়, এইভাবে লাইবনিজকে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যদিও তিনি তার সদুত্তর দিয়েছেন এইভাবে — চিৎ পরমাণুসমূহের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পারিক সম্পর্ক ব্যাখ্যার নিমিত্ত লাইবনিজ ঈশ্বরের অবতারণা করেছেন, তাঁর মতে ঈশ্বর হলেন সকল চিৎ পরমাণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিৎ পরমাণু (Monad of all Monads), ঈশ্বরই সকল চিৎ পরমাণু সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা পূর্ব থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, এই হল লাইবনিজ প্রবর্তিত "পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ" (The theory of pre-established Hermony), প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লাইবনিজের অধিবিদ্যা অর্থাৎ দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ মূলত দুটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই দুটি মৌলিক নীতি হল — (i) গুণগত ভেদবর্জিত বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা নিয়ম (The principal of the identity of Indiscernibles) এবং (ii) নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ম (The law of Continuty), এক অর্থে উক্ত দুটি নিয়মই পর্যাপ্ত হেতু নিয়ম (The law of Sufficient Reason) এর বিশেষ প্রয়োগ — এ কথা দাবি করা যায়।

* Suggested Reading: অধিবিদ্যার দর্পণ
ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত।

Scanned with CamScanner

2014

[illegible]

2×10=20

1 লকের মতে সরল ধারণা ও জটিল ধারণার পার্থক্য লেখ,

উঃ লকের মতে ধারণা দু-প্রকার – মৌলিক বা সরল ধারণা এবং যৌগিক বা জটিল ধারণা, সংবেদন ও অন্তর্দর্শন মৌলিক ধারণার উৎস, দৃষ্টান্ত – লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণ, সন্দেহ, বিশ্বাস, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি, মন নিষ্ক্রিয়ভাবে মৌলিক ধারণাগুলিকে গ্রহণ করে সক্রিয়ভাবে এদের ওপর ক্রিয়া করে যৌগিক বা জটিল ধারণা সৃষ্টি করে, যেমন - কাঠিন্য, মিষ্টতা প্রভৃতি ধারণাগুলিকে সমবেত করে চিনির ধারণা গঠন করতে পারে; বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে

Scanned with CamScanner

(পিতা-পুত্রের ধারণা) জটিল ধারণা গঠন করতে পারে, আবার মন একাধিক ধারণার অনুষঙ্গ থেকে একটিকে নির্বাচন করে সাধারণ ধারণা গঠন করতে পারে, (পিতা-পুত্রের ধারণা, মনুষ্যত্ব — এগুলি জটিল ধারণা

২. দেকার্তের মতে ধারণা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ দেকার্তের মতে ধারণা তিন প্রকার — আগন্তুক ধারণা, কৃত্রিম ধারণা ও সহজাত ধারণা

৩. ভারতীয় দর্শনে আস্তিক ও নাস্তিক [illegible]

Scanned with CamScanner

৭. 'ফিলোসফি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি?

উঃ 'Philos' ও 'Sophia' এই দুটি গ্রিক শব্দযোগে Philosophy শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। 'Philos'-এর অর্থ অনুরাগ (love) এবং 'Sophia'-এর অর্থ জ্ঞান (Knowledge)। কাজেই Philosophy শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ।

৮. 'দর্শন' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি?

উঃ 'দৃশ্' ধাতুর সঙ্গে 'অনট্' প্রত্যয় যোগ করে 'দর্শন' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'দৃশ্' শব্দের অর্থ হল 'দেখা'। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'দর্শন' হল 'দেখা'; কিন্তু যে কোন দেখা দর্শন নয়, এখানে 'দেখা' শব্দের অর্থ হল জানা বা জ্ঞানলাভ করা। দর্শন যে জ্ঞান দিতে চায় তা হল যৌক্তিক বা ধারণাগত জ্ঞান, এই জ্ঞানের বিষয় হল সত্য (Truth) বা তত্ত্ব (Reality)।

৯. 'কর্মকৌশল অর্থে জানা' বলতে কী বোঝায়?

উঃ 'জানা' শব্দটিকে কখনো কখনো 'কর্মকুশলতা' (Knowing how) অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই অর্থে আমরা বলি, 'তুমি কি সাঁতার কাটতে জানো?', 'তুমি কি ঘোড়ায় চড়তে জানো?' ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হল তোমার সাঁতার কাটার সামর্থ্য (ability) আছে কিনা, বা তোমার ঘোড়ায় চড়ার কৌশল জানা আছে কিনা, উত্তরদাতা এই সামর্থ্যের অধিকারী কিনা তা তার সাঁতার কাটা বা ঘোড়ায় চড়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

১০. 'পরিচিতি অর্থে জানা' কথাটির অর্থ কি?

উঃ 'জানা' এই ক্রিয়াপদটি 'পরিচিতি' (acquaintance) অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমি বলি ঐ ব্যক্তিটিকে জানি, 'পরিচয়' শব্দটিকে কখনও সংকীর্ণ অর্থে, কখনও আবার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়, 'সংকীর্ণ' অর্থে

Scanned with CamScanner

4. অধিবিদ্যার সমস্যা কি?

উঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে সেই সত্তার জ্ঞান কীভাবে লাভ করা যায় তা অনুসন্ধান করা অধিবিদ্যার প্রধান সমস্যা।

5. 'পরিচিতি' অর্থে 'জ্ঞান' বলতে কী বোঝ?

উঃ জ্ঞান হল এক বিশেষ মানসিক অবস্থা, এই অবস্থায় জ্ঞাতা কোন বিষয়কে জানে, জ্ঞাতা যে বিষয়কে জানে তাকে জ্ঞেয় বস্তু বলে, সুতরাং, জ্ঞানের ক্ষেত্রের একদিকে থাকে জ্ঞাতা অপরদিকে থাকে জ্ঞেয় বস্তু (object of knowledge), জ্ঞান প্রকাশধর্মী, বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করা জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞাতার কাছে জ্ঞানের বিষয় প্রকাশিত হয়, প্রদীপের আলো যেমন কোন বস্তুকে প্রকাশ করে তেমনি জ্ঞানও জ্ঞাতার কাছে বিষয়কে প্রকাশ করে, এর ফলে জ্ঞাতা বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারে, জ্ঞান হল বিষয়ের যথার্থ উপলব্ধি।

Scanned with CamScanner

প্র. নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ বলতে কী বোঝ?

উঃ নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধি একরকম উন্নত জ্ঞানের উৎস, বুদ্ধি দ্বারা আবশ্যিক ও সার্বিক সত্যের জ্ঞান পাই, এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় পাওয়া বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক জ্ঞান থেকে ভিন্ন, কিন্তু নরমপন্থী বুদ্ধিবাদীরা এ কথাও বলেন যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা জ্ঞানের অপর একটি উৎস, স্পিনোজা, লাইবনিজ ও কান্ট নরমপন্থী বুদ্ধিবাদের প্রবর্তক,

প্র. 'মন একটি অলিখিত সাদা কাগজ' — ব্যাখ্যা কর।

উঃ এটি লকের উক্তি, অভিজ্ঞতাবাদী লকের মতে, মনে কোন অন্তর ধারণা নেই, ইন্দ্রিয়ানুভব বাহ্য জগতের জ্ঞানের একমাত্র উৎস, অভিজ্ঞতার পূর্বে মন একটি অলিখিত সাদা কাগজ এর মতো থাকে, সহজাত ধারণাবাদ খণ্ডনের জন্য লক মনকে অলিখিত সাদা কাগজের সঙ্গে তুলনা করেছেন,

৪. জ্ঞানোৎপত্তির দিক থেকে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে মূল বিরোধিটি কী?

উঃ পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভাব্যতাকে কেন্দ্র করে মতবাদ দুটির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে, বুদ্ধিবাদীরা পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন স্বীকার করেন, কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদীরা তা স্বীকার করেন না

Scanned with CamScanner

2×10 = 20

1. সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কী? (111)

2. বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক শর্তগুলি কি কি? (109)

3. লকের মতে ধারণা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ লকের মতে ধারণা দুপ্রকার — সরল বা মৌলিক ধারণা এবং যৌগিক বা জটিল ধারণা, সরল ধারণা সব জ্ঞানের উপাদান, সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা সরল ধারণা পাই।

Scanned with CamScanner

যেমন - সাদা, নীল প্রভৃতি বর্ণের ধারণা, এই ধারণাগুলি গ্রহণের সময় মন নিষ্ক্রিয় থাকে, সরল ধারণাগুলির উপর ক্রিয়া করে মন জটিল ধারণা গঠন করে। জটিল ধারণা তিন প্রকার — প্রত্যংশ, দ্রব্য ও সম্বন্ধ।

4. সরল বস্তুবাদকে কেন লৌকিক বস্তুবাদ বলা হয়?

উঃ বস্তুবাদের এই শাখাটিকে লৌকিক বস্তুবাদ বলার কারণ হল এটি কোন দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বস্তু সম্পর্কে এটি সাধারণ লোকের অভিমত, অভিমতটিতে যুক্তি বিচারের কোন স্থান নেই।

5. বস্তুবাদ কাকে বলে? বস্তুবাদের মূল বক্তব্য কি কি?

উঃ যে মতবাদ অনুসারে বাহ্যিক বস্তুর জ্ঞাতা নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, সেই মতবাদকে বস্তুবাদ বলা হয়, বাহ্যিক বস্তু জ্ঞাত হোক বা না হোক, বাহ্যিক জগতে বস্তু যেভাবে আছে ঠিক সেই ভাবে থাকবে, অর্থাৎ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করেও বস্তু থাকতে পারে।

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাহ্যিক বস্তুকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জানি। জ্ঞানের কাজ বিষয়কে প্রকাশ করা, সৃষ্টি করা নয়। কোন কোন বস্তুবাদী বলেন আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে জানি, আবার কেউ বলেন, বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ, আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে জানতে পারি না, প্রথম মতটি সরল বস্তুবাদের সঙ্গে জড়িত; দ্বিতীয়টি প্রতিরূপী বস্তুবাদের সঙ্গে জড়িত।

6. লকের বস্তুবাদকে কেন প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলা হয়?

উঃ কারণ তাঁর মতবাদে বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ, বাহ্য বস্তুকে আমরা ধারণার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানি, যিনি ধারণাগুলিকে প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনা করেন বলে বাহ্যবস্তু প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়,

7. কর্মবাদকে নৈতিক কার্যকারণবাদ বলা হয় কেন?

উঃ কর্মবাদ অনুসারে মানুষ তার কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করবে, সৎ কর্মের ফলে মানুষ সুখ ভোগ করে, অসৎ কর্মের ফলে দুঃখ

Scanned with CamScanner

২. বাচনিক জ্ঞানের তৃতীয় শর্তটি কি?

উঃ তৃতীয় বচনের সত্যতায় বিশ্বাসের প্রতি জ্ঞাতার তথ্যভিত্তিক হেতু থাকা চাই। p বচনটি সত্য হবে, p-এর সত্যতায় বিশ্বাস থাকবে, এই বিশ্বাসের পক্ষে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ থাকবে, তবেই বলা যাবে যে, আমি জানি যে p। জ্ঞান হল সত্য বিশ্বাস, কিন্তু সত্য বিশ্বাস জ্ঞান নয়, সত্য বিশ্বাস জ্ঞানপদবাচ্য হবে, যদি সেই বিশ্বাসকে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন, আমার বিশ্বাস যে, আজ ঝড় উঠবে। সত্যই আজ ঝড় উঠল, আমার বিশ্বাসটি বস্তুগতভাবে সত্য হল, তবু এই স্তরে আমার বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাবে না। কিন্তু যদি আমার বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দিতে পারি তবে আমার বিশ্বাস জ্ঞানপদবাচ্য হবে। যেমন - আমি আমার বিশ্বাসের সমর্থনে বলতে পারি যে, ব্যারোমিটারের পারদ স্তম্ভের উচ্চতা হঠাৎ নেমে গেছে, আবহাওয়া খুব গরম রয়েছে, আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা পূর্বাভাস দিয়েছেন ইত্যাদি, এই তথ্যপ্রমাণ দিলে আমার বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাবে।

৩. সহজাত ধারণা বলতে কী বোঝ?

উঃ লক বলেন জন্মসূত্রে যেসব ধারণা আমরা লাভ করি সেগুলি সহজাত ধারণা। লাইবনিজ বলেন যেসব ধারণা গঠনের স্বাভাবিক প্রবণতা মনের থাকে সেগুলিকে সহজাত ধারণা বলে, যেমন - দ্রব্য;

ঈশ্বর প্রভৃতি ধারণা, এই ধারণাগুলি গঠন করার স্বাভাবিক প্রবণতা মনের আছে।

4. ডেকার্তের বুদ্ধিবাদকে চরমপন্থী বলা হয় কেন?

উঃ চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী মতে সব রকম জ্ঞানের উৎস হল বুদ্ধি। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়, 'Reason and Experience' গ্রন্থে ওয়ালস্‌ ডেকার্তকে চরমপন্থী বুদ্ধিবাদের সমর্থক বলেছেন, কারণ তিনি গণিতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গাণিতিক মডেলে একটি সার্বিক দর্শন গঠন করতে চেয়েছিলেন, যে মডেলে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার কোন ভূমিকা থাকল না, এই মডেল হল apriori deductive model.

5. ডেকার্ত গাণিতিক জ্ঞানকে আদর্শ জ্ঞান বলে গ্রহণ করেছেন কেন?

উঃ ডেকার্ত একাধারে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং বুদ্ধিবাদী দার্শনিক, গণিত শাস্ত্রে অবিচ্ছিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে যেমন সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় তেমনি দর্শনের ক্ষেত্রেও সুনিশ্চিত পদ্ধতি অবলম্বনে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, তাঁর মতে গাণিতিক জ্ঞান আদর্শ জ্ঞান, কারণ এই জ্ঞান আবশ্যিক ও সার্বিক, এইরূপ জ্ঞানে ভুলভ্রান্তি নেই — '2+2=4' এই জ্ঞান আবশ্যিক ও সার্বিক, এই গাণিতিক বচনটি পূর্বতঃসিদ্ধ।